নববিধান।

[একাদশ খণ্ড]

... চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PARTIALY

TRACING LAMINATED

এইচ বসু

নববিধান।

বিনামূল্য। [শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা সম্পাদিত। [১১শ খণ্ড।

নূতন সঙ্গীত।

সুরট মল্লার—তাল একতালা।

কোথায় লুকায়ে, একাকী বসিয়ে, করিতেছ নাথ লীলা অভিনয়। দখিতে না পাই, খুঁজিয়া বেড়াই, কোন্ দিকে যাই বল দয়াময়।

ফুটাইছ রবি শশী নীলাকাশে, অযুত অগণ্য তারা তার পাশে; বন উপবনে কুসুম বিকাশে, হাসে মাতৃকোলে মানবতনয়।

আকাশ স্বরূপে আছ ঘটে ঘটে, অন্তরে বাহিরে সুদূরে নিকটে, রূপে বিন ভাসে, কিন্তু দেশ কালে অনুভব নাহি হয়; এই যে আমার জীবনের ামী, প্রাণাধার অন্তরাত্মা অন্তর্যামী, আমি নই আমার তুমি আমার আমি, হংজ্ঞান মিথ্যা বুঝিনু নিশ্চয়।

রুষিয়া রাজ্যের সম্রাট উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। চিকিৎসক লিয়াছেন, তাঁহার এ ব্যাধি দুরারোগ্য, অল্প কয়েক মাস তিনি আর জীবিত কিবেন। সম্রাটের মনের অবস্থা এখন ভগবানের প্রেরিত এক বন্ত বেদ বিশেষ। মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট কাল জানিতে পারিলে পরলোক নের পক্ষে একটু সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এ বিষয়ে অনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত নিতান্ত পষ্ট নহে। পঞ্চাশ হইতে ষাটের মধ্যে অনেকেরই যাইবার সময়।

প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৬৮ জন লোক মরে, তাহার মধ্যে কে বলিতে পারে যে তুমি, আমি নাই? জীবনের মধ্যাহ্ন গগন হইতে যাঁহারা অস্তাচলের দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা পরলোকের অভিমুখীন।

পৃথিবীতে ধর্ম্মশাস্ত্র অতি বিস্তৃত, কর্ম্মকাণ্ডের প্রণালীও সুবহু, কিন্তু সাধনের মন্ত্র একটী শব্দের মধ্যে নিবদ্ধ। ছোট ছোট শব্দসাহায্যে, নাম স্মরণে এবং উচ্চারণে, শ্লোক আবৃত্তিতে বিচ্ছেদের ব্যবধান স্থান পূর্ণ হয়। কার্য্যক্ষেত্রে, পথে, সামাজিক সম্মিলনে এবং পরিবারমধ্যে বারম্বার শ্রীহ স্মরণ মনন, তাঁহার আবির্ভাব অনুভব আবশ্যক, নতুবা মোহ কোলাহলে পড়িয়া জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে বহু দূরে গিয়া পড়ে। পূজা আহ্নিক সন্ধ্যা বন্দনার সময় তাহাকে আবার ভগবদাভিমুখে ফিরাইয়া আনা তখন বড় কঠিন হয়। উৎকৃষ্ট শ্লোক, কবিতা, ক্ষুদ্র সঙ্গীত কাজকর্ম্মের মাঝে মাঝে বার বার উচ্চারণ করিলে, আধ্যাত্মিক জীবন সরস এবং সজীব থাকে। কর্ম্মযোগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ থাকিলে জীবনে একটানা ধর্ম্মস্রোত বহিয়া যায়। সে অবস্থায় বিচ্ছেদের তিক্ততা অবসন্নতা নাই।

সংসারের সাধারণ ছাঁচে বিষয়বুদ্ধি এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে যাহাদে চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ভগবানের বি এবং অসাধারণ কৃপাসাপেক্ষ। তাহাদিগকে অনেক বিষয় ভুলিতে হই পুরাতন অভ্যাস ছাড়িয়া নূতন সাধু অভ্যাস ধরিতে হইবে। যতই ধর্ম্মের কাহিনী, হরিকথা তাহারা শ্রবণ কীর্ত্তন করুক না, স্বভাব ভু তেমনি থাকে; সাময়িক ভাবের উদ্গমে পুরাতন কুঅভ্যাস কি নির্ম্মূল হয় না। তরুণ বয়স্ক যুবক, তোমার এখনো সময় গঠন শেষ হয় নাই। এই সময় সাবধানে উচ্চ পবিত্র দৃষ্টান্তা আপনাকে গঠন কর। তোমার পক্ষে ভাল হওয়া অনেক সহজ। কি তুমি সে বিষয়ে উদাসীন থাক, তাহা হইলে সাধারণ জনস্রোতে ভা ভাসিতে অলক্ষিত ভাবে দলে মিশিয়া যাইবে। বাহ্য সভ্যতা ভদ্রতা মথা ত্বের সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিও না। আবর্ত্তের মধ্যে প আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। পৃথিবীর অনেক বিষয় এখনো গ অনবগত আছ, অনেক ইচ্ছা বাসনা অভিলাষের বীজ এখনো

অন্তরে রোপিত হয় নাই, এই সুযোগে সাধু মহাজন এবং সচ্চরিত্র মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রদর্শিত সঙ্কীর্ণ পথে জীবনগতি ফিরাইয়া দাও, অতি সুন্দর দেবশ্রীতে গঠিত হইতে পারিবে।

বর্ষে বর্ষে পূজা পার্ব্বণ মহোৎসব ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে; সংসারী জীবনের সাধারণ নির্জ্জীব অবস্থা তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত, কথঞ্চিৎ নবীভূত হইতেছে, কিন্তু মোহনিদ্রাচ্ছন্ন মানবাত্মা তথাপি কেন জাগে না? পানভোজন, লৌকিকতা, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, আমোদ, আহ্লাদ হইল, যাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা ভগবদ্ভক্তি আছে তাঁহারা দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিয়া সাময়িক শান্তি আনন্দ কৃতার্থতা লাভ করিলেন, কিন্তু জীবনে সঞ্চয় থাকিল কি? উৎসব ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমোদ শান্তি কৃতার্থতা সমস্তই ফুরাইয়া যায়, তবে সংসারও অসার, ধর্ম্মও অসার। পূজা মহোৎসব ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাময়িক আত্মপ্রসাদ যদি নিত্য শান্তি চিরসম্বলরূপে জীবনে স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে সে সকল স্বপ্নবৎ অসার এবং অনিত্য।

পরিশ্রম, বিশ্রাম এবং আমোদ, এই তিনটী নেমিতে গঠিত জীবনচক্রে সাধারণ মানবজীবন পর্য্যায়ক্রমে বিঘূর্ণিত হইতেছে। অল্প দুই চারি জনের তত্ত্বজ্ঞানে রুচি দেখা যায়। তাহা অপেক্ষা আরো অল্প এক আধ জন পরমার্থ বিষয়ে অনুরাগী। কিন্তু দৈনিক কঠোর পরিশ্রমে যাহাদের চিত্ত বিরক্ত নীরস তিক্ত না হয়, এবং বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগে যাহাদের হৃদয় প্রফুল্ল ও আত্মা সজীব হয়, তাহারাই সুখী। কার্য্যে শ্রান্তি এবং তিক্ততা বোধ, কার্য্য না থাকিলে নিদ্রা, না হয় আলস্য নৈরাশ্য বৃথা জল্পনা; এরূপ অসার জীবনে সুখ কোথা? উদ্দেশ্যবিহীন যন্ত্রবৎ জীবন অতিশয় ভারবহ। যে কার্য্যে কর্ত্তার সঙ্গে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ অনুভূত হয় না তাহা ভূতের বেগার। প্রভুর কার্য্য সাধনে কর্ত্তব্য পালনে অন্তরে নিত্য কৃতার্থতা জন্মে।

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের মিলনে এত আনন্দ উল্লাস কেন হয়? উভয়ের ভিতর এমন কোন এক পদার্থ আছে যাহা পরস্পরের অঙ্গীভূত। সচরাচর যে সকল লৌকিক ব্যবহার আত্মীয়তা দেখা যায় তাহা কতক আসঙ্গলিপ্সা,

কতক স্বার্থপরতা, কতক রক্তের সম্বন্ধ হইতে সমুৎপন্ন ; কিন্তু ইহার গভীর অভ্যন্তরে যে আধ্যাত্মিক একতা, স্বজাতীয় ভাব, প্রকৃতিগত আত্মীয়তা আছে তাহা অতীব মধুর এবং স্বর্গীয় উপভোগ্য। মানুষে মানুষে ভিন্নতা বিচ্ছেদ যাহা কিছু তাহা বাহিরের অসার বিষয়ে, শাখা প্রশাখায়, মূল বিষয়ে সকলেই এক। কারণ, এক মাতৃগর্ভে, এক মহৎ প্রকৃতিতে তাহারা জন্মিয়াছে। সেই মূল স্থানে অবতরণ পূর্ব্বক আলাপ সম্ভাষণ, প্রেম বিনিময় করিলে এক প্রাণ এক হৃদয় এক আত্মা হওয়া যায়। তাহাতে প্রকৃত আমোদ এবং শান্তি লাভ হয়।

সংসারের অভাব ঘুচিল না, বিলাস সুখ সম্ভোগ হইল না, পরিবার পালনের ভাবনায় দেহের শোণিত শুকাইয়া গেল, দশ জনের মধ্যে এক জন হইতে পারিলাম না, এই বলিয়া চিরদিন দুঃখে দুঃখে কি জীবনটা শেষ করিবে? অসার সংসারের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ কি প্রাণটা হারাইবে? সাংসারিক সুখ বিলাস পূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ না হওয়াতে তজ্জন্য যদি হৃদয়ে খনিক জায়গা খালি থাকে, তাহা হইলে শ্রীহরি তথায় একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইবেন। পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে জীবনটাকে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কি একবারে বিদায় দিতে চাও? পৃথিবীতে ভোগের বিষয়, ভাবনা চিন্তার বিষয় যদি ভাগ্যক্রমে অল্প হইয়া থাকে, তাহা মঙ্গলেরই জন্য ; কেন না, ভগবানের সঙ্গে বসিয়া দুই দণ্ড আলাপ করিবার সময় পাইবে। দুঃখী দরিদ্র হইয়াছ বলিয়া বিষয়াভিলাষে মনকে নীচ কুক্কুরের ন্যায় করিয়া ফেলিও না। পথের ভিখারী করঙ্গ কন্থাধারী বৈরাগী দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া পৃথিবীকে কত অমূল্য সামগ্রী দিয়া গিয়াছেন।

আত্মজ্ঞান পরম জ্ঞান।

আপনাকে আপনি "সোঽহং" জানিয়া যিনি প্রথমে অদ্বৈতবাদ মত ঘোষণা করেন তিনি যে আত্মজ্ঞান আত্মমর্য্যাদা বহু পরিমাণে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আত্মজ্ঞানই প্রথম জ্ঞান, এবং ইহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। আপনাকে আপনি অবগত না হইয়া যাঁহারা

জ্ঞানী কিম্বা ধার্ম্মিক নাম ধারণে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের বিড়ম্বনা ভারি। এই পাঞ্চভৌতিক জড় তনুকেই অনেকে "আমি" "আমি" বলিয়া অন্ধের ন্যায় মোহান্ধকারাবৃত সংসারবনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; তাহারা আত্মমর্য্যাদা কিরূপে বুঝিবে? তাই তাহারা এক দিকে আপনাকে পশুশ্রেণী মধ্যে গণ্য করে, অপর দিকে বৃথা দেহাভিমান জাত্যভিমান জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া ঘোর অজ্ঞানতার পরিচয় দেয় ; এবং তৎসঙ্গে অভেদবাদী আত্মারাম যোগীদিগকে ভ্রান্ত এবং অহঙ্কারী বলিয়া ঘৃণা করে।

পরমাত্মা পরমপুরুষের বাহ্যৈশ্বর্য্য শিল্পনৈপুণ্য ক্ষমতাশক্তি মহিমা ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির গোচর, কিন্তু তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে হইলে আত্মতত্ত্বের মূলদেশে অবতরণ করিতে হয়। পরমাত্মার দর্শনের জন্য আত্মাই এক মাত্র আলোক ; বাসনাবিকার,মোহান্ধকারে যত দিন উহা কলুষিত থাকে,তত দিন এই দেহই সর্ব্বস্ব ; কিন্তু উহা যখন বাসনাবিমুক্ত হইয়া নির্ম্মলতা লাভ করে, তখন যেমন সূর্য্যালোকে লোকে সূর্য্যকে দেখে, তেমনি আত্মার আলোকে যোগীরা পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মযোগ ব্রহ্মদর্শনের আর অন্য পন্থা নাই। বাহিরের যত কিছু কৃচ্ছ্র সাধন তপস্যা, সমস্ত এই বিকৃত কলুষিত জীবাত্মাকে প্রকৃতিস্থ বা স্বরূপস্থ করিবার জন্যই অবলম্বিত হয়, নতুবা উহার নিজের কোন সার্থকতা নাই।

আত্মতত্ত্বে বিমুখ হইয়া যাঁহারা বাহ্যপূজা বাহ্যসাধনে ভুলিয়া থাকেন তাঁহারা উদ্দেশ্য হারাইয়া কেবল উপায় লইয়া বসিয়া আছেন। এই আধ্যাত্মিক যোগসাধন গভীর সংযম এবং একাগ্রতা সহকারে নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহা গ্রন্থ পাঠে, ব্রত উপবাসে, তীর্থ ভ্রমণে, দান বিতরণে কিম্বা গুরুভক্তিতে লাভ হয় না। কারণ, যদিও ধর্ম্মকর্ম্ম সকল এ পথের সহায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তৎসমুদায় ধর্ম্মাভিমানের প্রধান সহায়, সুতরাং কর্ম্মবন্ধন। এক মাত্র বাসনা কেবল সেই নিত্য বস্তু পরমাত্মার সহিত যোগ সম্মিলনের জন্য থাকিবে। বদ্ধজীবের গতি সর্ব্বদা বহির্মুখে ধাবিত হয়। এখানে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ম্মুখ গতির প্রয়োজন। অতএব আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মযোগের এক মাত্র উপায়। জ্ঞানবৃদ্ধ বৈদিক ঋষিরা ইহা সাধনে সিদ্ধ হইয়া তার পর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমান্ ভগবানের নামকরণ।

নামরূপহীন আদিপুরুষ ভগবান্ সকল কার্য্যের মূল কারণ, তিনি ভক্তের পিতা মাতা জন্মদাতা; কিন্তু ভক্তও আবার এক অর্থে ভগবানের জন্মদাতা এবং পিতা মাতা। কারণ, তিনি নাম সংজ্ঞা উপাধিধারী মানবরূপী ভক্তের ভক্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, চিরদিন করিবেন। অনন্ত গুণাধার পরব্রহ্ম অনন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া, অনন্ত কোটী নামে অভিহিত হইয়া সৃষ্টি কাল হইতে এইরূপে নরহৃদয়গর্ভে সম্ভূত হইয়া আসিতেছেন। এই জন্য বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহার পিতা মাতা। তাহারাই তাঁহার নামকরণ অনুষ্ঠান করিয়াছে। আদরের ছেলেটী পিতা মাতার চক্ষে যেমন প্রতিক্ষণে নব নব রূপে প্রকাশিত হয়, এবং প্রেমে গলিয়া তাহাকে তাহারা নিত্য নূতন নূতন সুমিষ্ট নামে সম্বোধন করে; বিশ্বাসী ভক্ত তেমনি আপনার হৃদয়সম্ভূত ইষ্ট দেবতাকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ ঘটনায় নানারূপ সম্বন্ধ অনুভব করিয়া, কখন পিতা, কখন মাতা; কখন বিপদ্ভঞ্জন কখন লজ্জানিবারণ; কখন প্রাণ-সখা, কখন দণ্ডদাতা বিচারপতি; কখন ব্রহ্ম, কখন হরি ইত্যাদি মধুর এবং গম্ভীর নামে তাঁহাকে সম্বোধন করেন। যুগের পর যুগ এইরূপে ভগবানের নামের সংখ্যা বাড়িয়া আসিতেছে। অনন্তের নিগূঢ় তত্ত্ব, তাঁহার সঙ্গে জীবের বিচিত্র সম্বন্ধ যতই আবিষ্কৃত হইবে, নাম ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এই নামের মালায় শেষ অনন্ত বিশ্বকে ঘেরিয়া ফেলিবে। বহুদেবতা বা তেত্রিশ কোটী দেবতা এই নাম ভিন্ন আর অন্য কিছুই নয়। ব্যক্তি এক, নাম অসংখ্য।

প্রথম যুগে মনুষ্য জাতি যখন অল্প দুই পাঁচটী কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিত, তখন ঈশ্বরের নাম অতি অল্পই ছিল। ভগবদ্ভক্তিই ক্রমে মানব-হৃদয় হইতে ভাষাশক্তি বিকাসিত করিয়াছে, এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে ভগবানের বহুবিধ প্রকাশ দেখিয়া আদিম মনুষ্যগণ তাঁহাকে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ঊষা সূর্য্য বৈশ্বানর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করিয়াছে; কিন্তু দুই একটী কিম্বা দশটী পাঁচটী শব্দে অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অনন্তকে ডাকিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই, কোন কালে তাহা হইবার নহে। অন্তরের এই অপরিব্যক্ত ভাব খণ্ড খণ্ডরূপে বহুল শব্দাকারে শেষ বহু দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভগবানের নামের ইহাই নিগূঢ় ইতিহাস। এমন কোন একটী নাম নাই যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে পরমাত্মার সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে পারে। এক একটী নাম তাঁহার এক এক প্রকার সম্বন্ধের পরিচায়ক। এ পর্য্যন্ত ভক্ত বিশ্বাসী এবং জ্ঞানীরা যে ভাষায় যত নাম তাঁহাকে দিয়াছেন, সমস্তগুলি একত্রিত করিলে পূর্ণ পরব্রহ্মের বহু বিচিত্র লীলার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক প্রাচীন সংস্কার এবং কুসংস্কার আছে। বিশেষ বিশেষ নাম ব্যক্তি বিশেষের অধিক প্রিয়। প্রেমভক্তি ঘনীভূত এবং সমুজ্জ্বলিত করিবার পক্ষে বিশেষ কোন একটী নাম অবলম্বন একান্ত আবশ্যকও বটে। যে দেবতার (অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মার যে স্বরূপের) যিনি উপাসক, তিনি সেই দেবতার নামে অনুরক্ত হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে, বরং স্বাভাবিক; কিন্তু তজ্জন্য অন্যের আদৃত নামের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ কিম্বা কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। যেহেতু নাম সকল এক অখণ্ড অদ্বিতীয় দেবতার উদ্দেশেই রচিত হইয়াছে। শাক্তের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বৈষ্ণবের কর্ণে কালী, হিন্দুর কর্ণে আল্লা, মুসলমানের কর্ণে শ্রীহরি নাম বড়ই অপ্রীতিকর; এমন কি, তাহা শ্রবণ করা পাপ বলিয়াও কাহারো কাহারো মনে হয়। যিনি পুরুষানু-ক্রমে পিতা প্রভু পরিত্রাতা ব্রহ্ম জগদীশ্বর বলিয়া আসিতেছেন, হরি লীলাময় সচ্চিদানন্দ, তারা মা, জগদ্ধাত্রী আনন্দময়ী এ সকল সুমিষ্ট কোমল নাম তাঁহাদের ভাল লাগে না। তাঁরা বলেন, হরি বলিলে রাসলীলার বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ নটবর শ্যামরূপ, মা বলিলে দশভুজা দুর্গা এবং লক্ষ্মী বলিলে হরিদ্রা বর্ণ পুত্তলিকা, তারা বলিলে করালবদনা কালী মূর্ত্তি মনে আসে। কিন্তু পিতা প্রভু রাজা দণ্ডদাতা বলিলে গোঁফদাড়িবিশিষ্ট গম্ভীরাকৃতি পুরুষরূপ তাঁহাদের মনে উদয় হয় না। ইহাঁরা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অনাদি অনন্ত প্রভৃতি নেতি নেতি শব্দ ব্যবহার নিরাপদ মনে করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এবং ব্যক্তিত্ববাচক শব্দ ভক্তের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রত্যেক নামই ঐশ্বরিক গুণবাচক, রূপ ছাড়িয়া সেই গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ভাবের ঘরে আর কোন বিবাদ হয় না। বস্তুতঃ ভগবানের কোন একটী বিশেষ নাম নাই। অথচ তিনি বহুনামধারী।

নাস্তিকের ধর্ম্মোপদেশ।

সুইডেন্ দেশের জনৈক ভদ্রলোক ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে বাস করিতেন। একদা বাল্টিক সমুদ্রের কোন এক বন্দরে যাইবার জন্য তিনি বহির্গত হন। যে জাহাজে তাঁহার যাইবার কথা ছিল তাহা না পাইয়া অগত্যা তিনি এক ধীবরের নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকার নাবিকগণ চৌর্য্য ব্যবসায়ী দস্যু ছিল। আরোহীর সমভিব্যাহারে নানাবিধ দ্রব্যাদি দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া তাহা অপহরণের জন্য তাহারা তাঁহার প্রাণ বধের আয়োজন করিতে লাগিল। পথিক তাহা কোন সুযোগে বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর দস্যুদিগকে ভুলাইবার উদ্দেশে তিনি একটী সিন্ধুক খুলিলেন, খুলিয়া তাহা হইতে এক খণ্ড গ্রন্থ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। ধীবরগণ মনে করিল, ইহাঁর সমস্ত সিন্ধুক তবে গ্রন্থে পরিপূর্ণ; বোধ হয়, ইনি এক জন ধর্ম্মযাজক হইবেন; অতএব আর মারিবার প্রয়োজন নাই। তদনন্তর সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় কি ধর্ম্মপ্রচারক?" তিনি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "হাঁ।" তাহা শ্রবণে নাবিকেরা বড় সন্তুষ্ট হইল, এবং বলিল, "তবে আগামী রবিবারে আপনার মুখে আমরা উপদেশ শুনিব।"

এই প্রস্তাবে নাস্তিক পথিক বড় উৎকণ্ঠিত হইলেন। কারণ, তিনি জীবনে কখন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন নাই; ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার কোনই সংশ্রব ছিল না; ঈশ্বরাদেশ তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

ক্রমে দস্যুগণ এক ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া পৌঁছিল। নানা স্থান হইতে চুরি ডাকাতি করিয়া তাহারা ঐ স্থানে লুকাইয়া থাকিত। তথায় উপনীত হইয়া তাহারা পথিক ভদ্রলোককে এক গহ্বরের মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে এক বৃদ্ধা নারী ছিল, তাহাকে বলিল, "ইহাঁর নিকট কল্য আমরা ধর্ম্মোপদেশ শুনিব।" সে কথায় অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "আহা! বহুকালাবধি আমি ঈশ্বরের কথা শুনি নাই।"

পর দিবস যথা সময়ে উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিয়া দস্যু দল অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু যিনি উপদেশ দিবেন তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব দিবসে তিনি অনেক

ভাবিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন, তথাপি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। পরিশেষে মানসিক যন্ত্রণায় নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সহসা আপনাপনি বলিয়া ফেলিলেন, "নিশ্চয়ই পুণ্যাত্মারা পুরস্কার পাইবেন, এবং এক জন ঈশ্বর আছেন, যিনি এই পৃথিবী শাসন করিতেছেন!" এই কয়টী কথা বলিবা মাত্র তাঁহার বদ্ধ হৃদয়দ্বার একবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন এত ভাব তাঁহার মনে আসিতে লাগিল, যে তদ্দর্শনে তিনি নিজেই চমৎকৃত এবং বিমোহিত হইলেন। উপরের ঐ অল্প কয়টী ধর্ম্মকথা জীবন্ত আস্তিকতার কথা।

পরে "পাপের দণ্ড নিশ্চয় হইবে।" "অনুতাপ ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধ হয় না।" "ঈশ্বরের অপার স্নেহে পাপী তরিয়া যায়।" এই সকল সার সার কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া দস্যুগণের হৃদয় গলিয়া গেল, তাহারা তখন রোদন করিতে লাগিল। এমন আশ্চর্য্য কৌশলে ঈশ্বর তাঁহার শরীর এবং আত্মা উভয়কে রক্ষা করিলেন, ইহা দেখিয়া তিনি আপনিও নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মন বালকের ন্যায় কোমল এবং বিনম্র হইল। ভগবান প্রত্যক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যকে শাসন করেন ইহা তিনি অগ্রে মানিতেন না, কিন্তু এক্ষণে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন। দস্যুদল তার পর তাঁহাকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিয়া যত্নে রাখিয়া শেষ নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে পৌঁছাইয়া দিল।

অনন্ত মঙ্গলগীতা।

চতুর্থ অধ্যায়—কর্ম্মযোগ।

শ্রীমৎ ভগবান সদ্গুরুর সারগর্ভ রচনাবলী শ্রবণান্তর তদ্বিষয়ে ক্ষণকাল গভীর চিন্তা এবং নিদিধ্যাসনের পর শিষ্য জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আপনি যে যে বাহ্যাবলম্বনের কথা বলিলেন, তাহা আমি বহু দিন হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সে সমস্ত আমার বেশ আয়ত্তীকৃত এবং অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার অনুষ্ঠান আমার প্রীতিকরও বটে; কিন্তু এই সঙ্গে যদি আপনার কোন একটী মূর্ত্তি সম্মুখে রাখি, তাহা হইলে

আপনার নৈকট্য এবং উজ্জ্বলতা আরো ঘনতর হয়, তদাভাবে কেমন যেন ফাঁক ফাঁক লাগে। দেব দেবীর মূর্ত্তি যাঁহারা পূজা করেন তাঁহাদের ভাবের বেশ জমাট দেখিতে পাই।"

আচার্য্য। তুমি কর্ম্মযোগাবলম্বন পূর্ব্বক যদি জ্ঞানযোগে আরোহণের চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে এখন জড় মূর্ত্তির প্রতি এত দিন পরে আর আকৃষ্ট হইতে না; মৌখিক অভ্যস্থ এবং শারীরিক বাহ্য সাধনের যে বহির্ম্মুখ ফল তাহাই তোমার ঘটিয়াছে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি যত দিন প্রবল থাকে, তত দিন মানুষ দৈহিক মোহে অন্ধ হইয়া ইষ্ট দেবতাকেও জড়াকারে দেখিতে চায়। কিন্তু এত উচ্চ জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষার পর তোমার মুখে এখন এ প্রশ্ন শোভা পায় না।

শিষ্য। কেন তাহাতে দোষ কি? যদ্দ্বারা তোমার প্রতি আমার ভক্তি ভাব ঘনীভূত হয়;—বিশেষতঃ তুমিত সর্ব্বব্যাপী, মূর্ত্তির উপলক্ষে যদি তোমাকে ধরিতে ছুঁইতে এবং দেখিতে পাই, তাহাতে ভাল বই মন্দত কিছুই দেখি না। সৃষ্টিকাল হইতে, সমস্ত দেশের সমস্ত জ্ঞানী মূর্খ সভ্য অসভ্য নরনারী নানাবিধ মূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন নিরালম্বে মানুষ কি দেখিবে? কি ভাবিবে? কেবল শূন্য অন্ধকার ধ্যান করিলে কি হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়? একটী জীবন্ত ব্যক্তির মত স্পর্শনীয় কিছু চাই, যাঁহার নিকট প্রাণের সব কথা বলিতে পারি এবং আশা ভরসা পাই।

আচার্য্য। প্রকৃত জ্ঞানীরা মূর্ত্তির আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। বরং এব্রাহিম দাউদ মুশা ঈশা মহোম্মদ এবং জনক নানক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ভারতের আর্য্য ঋষিরা পুনঃ পুনঃ ইহার প্রতিবাদই করিয়া গিয়াছেন। কয়টা মূর্ত্তি আমার তুমি গড়িবে? দুই একটা কিম্বা পাঁচটা দশটা মূর্ত্তি কি আমার সমস্ত জ্ঞান শক্তির মূর্ত্তি হইতে পারে? মূর্ত্তি করিতে গেলে অনন্ত মূর্ত্তি গড়িতে হয়। আর ঠাকুরঘরে একটী মূর্ত্তি রাখিলে কার্য্যক্ষেত্রে বিদেশে পথে রোগ এবং মৃত্যুশয্যায় তোমার দশায় কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি গলায় বাঁধিয়া কি ফিরিবে? কোথায় আমি জ্ঞানস্বরূপ, ইচ্ছাময়, আনন্দময়, আর কোথায় খড় দড়ি কাঠ পাথর মৃত্তিকার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণবিশিষ্ট স্থান কালেবদ্ধ এক প্রতিমা! জ্ঞান এবং মৃত জড় দুই যে সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ!

শিষ্য। হইলই বা প্রতিমা জড়, তুমিত সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য তাহাতে আছ? আমরা তোমাকে প্রাণরূপে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিলাম, এবং প্রস্তর মৃত্তিকা দারু মূর্ত্তির উপলক্ষে তোমাকে সহজে দেখিতে পাইলাম, বেশত সুবিধা!

আচার্য্য। যে প্রাণকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করিলে, অবশ্য তাহা জড় মূর্ত্তিতে ছিল না, তোমার বিশ্বাস হইতে তাহার উৎপত্তি। বিশ্বাসবলে সেই প্রাণকে তুমি আপনাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত দেখ না কেন? বাহ্য মূর্ত্তি তাহার জন্য কি প্রয়োজন? মনে মনে ত জান, সে যেমন জড় তেমনই আছে। তাহাকে দেখা কিম্বা পাওয়া মানে আমাকে দেখা অথবা পাওয়া নয়। তোমার চক্ষু দ্বারা তাহার চিত্র বিচিত্র দৃষ্টিহীন চক্ষু মুখ ও বলহীন হস্ত পদ জিহ্বা দেখিলে এবং নিজহস্ত দ্বারা তাহার জড়দেহ স্পর্শ করিলে, তাই কি আমাকে দেখা হইল? এই জন্যই বলিতেছিলাম, জীবের যত দিন দেহাদিতে আত্মবোধ, সে পর্য্যন্ত আমাকে দেহরূপেই তাহারা দেখিতে চায়।

শিষ্য। জড় প্রতিমার সাহায্যে তুমি চৈতন্যময়, তোমায় যদি লোকে পায়, তাহাতে ক্ষতি কি? বাহ্যাবলম্বন আবশ্যক, ইহাত তুমি বলিয়াছ।

আচার্য্য। বলিয়াছি সত্য, কিন্তু কোন বাহ্যবিষয়ে বদ্ধ থাকিতে কিম্বা উপায়কে উদ্দেশ্য করিতে বলি নাই। যাহা কিছু কর, এইটী জানিও, আমার জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাবের সহিত তোমার জ্ঞান ইচ্ছা ভাবকে মিলাইতে মিশাইতে হইবে; উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ চতুর রাজনৈতিকদিগের বৈষয়িক সম্বন্ধ নহে।

শিষ্য। তবে কি প্রতিমা পূজা, গুরুপূজা, কিম্বা অবতারদিগের বাহ্যৈশ্বর্য্য দর্শনজন্য যে ভাব ভক্তির উদ্দাম হয়, তাহা কবিত্ব কল্পনার সাময়িক উচ্ছ্বাস?

আচার্য্য। অধিকাংশই তাই। কিছু দিন তাহাতে কেবল হৃদয়ের ভাব চরিতার্থ হয়; কিন্তু জ্ঞান এবং চরিত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য না হইলে কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। ইহা এক প্রকার নাট্যাভিনয় কিম্বা স্বপ্নদর্শন বিশেষ। যাবতীয় কর্ম্মযোগ জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ সিদ্ধির জন্য জানিবে। এই জন্যই কর্ম্মের পর জ্ঞান, তার পর ভক্তিসাধন ব্যবস্থিত হইয়াছে। কর্ম্মযোগ অপরিহার্য্য হইলেও উহা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নহে। যে সকল বাহ্যালম্বনে অন্তর্ম্মুখ গতি এবং জ্ঞানযোগ বৃদ্ধি হয়, তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া লও।

THE SPIRIT OF RELIGION.

It is well said, in every sense, that a man's religion is the chief fact with regard to him, a man's, or a nation of man's. By religion I do not mean here the church-creed which he professes, the articles of faith which he sign and, in words or otherwise, asserts; not this wholly, in many cases not this at all. We see men of all kinds professed creeds attain to almost all degrees of worth or worth-less-ness under each or any of them. This is not what I call religion, this profession and assertion; which is often only a profession and assertion from the out-works of the man, from the mere argumentative region of him, if ever so deep as that. But the thing a man does practically believe (and this is often enough *without* asserting it even to himself, much less to others); the thing a man does practically lay to heart, and know for certain, concerning his vital relation to this mysterious universe, and his duty and destiny there, that is in all cases the primary thing for him, and creatively determines all the rest. That is his *religion;* or, it may be, his mere scepticism and *no religion*; the manner it is in which he feels himself to be spiritually related to the unseen world or No world; and I say, if you tell me what that is, you tell me to a very great extent what the man is, what the kind of things he will do is. Of a man or of a nation we inquire, therefore, first of all, what religion they had?—[CARLYLE].

TRUE DEVOTION.

Devotion is not a passing imotion—it is a fixed, enduring habit of mind, permeating the whole life, and shaping every action. It rests upon a conviction that God is the Sole Source of Holiness, and that our part is to leau upon Him and be absolutely guided and governed by Him; and it necessitates an abiding hold on Him, a perpetual habit of

listening for His voice within the heart, as of readiness to obey the dictates of that voice. Thus it is impossible to attain true devotion without an interior and recollected spirit, which is ever seeking to possess itself in peace; and those who give way to the things of sense, imagination or passion, even in that which is lawful, will never acquire that devotion whose first work is absolute mastery over the senses, the passions and the mind. If you look at devotion from this point of view, you will see that he who is inquisitive, restless, busy about other men's affairs; or given to criticise and discuss his neighbours, gossiping, ill-natured, slanderous, contemptuous, proud and sensitive; or self-satisfied, opinionated, the slave of human respect, and consequently irresolute, weak and changeable—such a man, I say cannot be devout in the true sense of the word.

He who is truly devout is much given to prayer, delighting in communion with God, and ever realising His Presence —by which I do not mean that he is always consciously thinking of God, which is an impossibility here on earth,—but his heart will always be united to God, and all his actions will be regulated by God's Holy Spirit. * * his soul need only look within; and there is God—and God's peace, At times he may feel spiritual dryness, but that peace will always be real and blessed notwithstanding * * Faithful to his religious exercises.—he is not their slave—he can interrupt, postpone, or even forsake them for a while, if need be, so long as he is not seeking his own will, he feels satisfied that he is doing God's will. He does not seek restlessly after good works, but does what his hand findeth to do, with all his might; and when he has done his very best, he is content to leave results with God. * *

The really devout man does not overwhelm himself with vocal prayers and religious exercises, which leave him no breathing space. He aims at constant freedom of heart. He is neither scrupulous nor over-anxious, but moves on his daily road in simplicity and confidence. * * If he falls into some error, he does not fret over it, but rising up with

a humble spirit, he goes on his anew rejoicing * * Were he to fall a hundred times in the day, he would not despair —he would rather cry out lovingly to God, appealing to His tender pity. * * he is more set on doing what is right, than avoiding what is wrong. * * He would be simple, honest, straightforward, unpretending, gentle, kindly;—his conversation cheerful and sensible, he would ready to share in all blameless mirth, indulgent to all save sin.

[THE HIDDEN LIFE OF THE SOUL.]

পরমার্থ চিন্তা।

ভগবৎ কৃপায় সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ হয়; তিনি স্বয়ং যে সাধু গুরু মিলাইয়া দেন, তাঁহা দ্বারা জীব ভগবানকে চিনিতে পারে। কিন্তু ভক্তের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে ব্রহ্মযোগ সাধিত হয় না, কেবল তাঁহার দৃষ্টান্ত শিক্ষা এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণে তাহা সম্পন্ন হয়।

কৃপাসিদ্ধ সদ্গুরু ধর্ম্মসাধনের পথে একান্ত প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন জীবসাধারণ মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাঁহারা কেবল আচার্য্য হইয়া শিক্ষা দেন, কিম্বা সিদ্ধ হইয়া আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, তাহা নহে, প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য সংক্রামিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের শিক্ষক প্রহরী পরীক্ষক নিয়ামক কর্ত্তাবধায়ক; তাঁহারা প্রাত্যহিক সাধন ভজনের প্রধান অবলম্বন।

আধ্যাত্মিক জীবনকে যদি সুস্থ এবং সতেজ রাখিতে চাও, তবে বার বার নাড়ী টিপিয়া দেখ জ্বর আছে কি না। আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য মানে আত্মার নির্ব্বিকার স্ফূর্ত্তি, "আমি ভাল আছি" এইরূপ উপলব্ধি।

নাড়ী চঞ্চল হইলে বৈদ্য তাহাকে জ্বরের লক্ষণ, অধিক চঞ্চল হইলে বিকার বলিয়া থাকেন। এই চঞ্চলতাই দৈনিক জীবনের প্রধান লক্ষণ

নহে? কার্য্যদক্ষতা, বাহ্য উৎসাহ অধিকাংশ সময় স্বাস্থ্যের নিদর্শনরূপে আত্মপ্রবঞ্চনা করে। বিষাদ সন্তাপ, আশা নিরাশা, উত্তেজনা অবসন্নতা, ভাবনা কল্পনা তরঙ্গের ন্যায় নিয়ত চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে। ইহা জীবনের চিহ্ন বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক সুস্থতা নহে। "ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতি ক্ষণে।" অগ্রে স্বাস্থ্য কি তাহা স্থির করিতে হইবে, পরে তাহা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্ন ও সাবধানতার প্রয়োজন।

ভালরূপে আহ্নিক করিতে যদি চাও, তবে স্নানের সময় হইতে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি সায়ং সন্ধ্যায় শান্তি কৃতার্থতা লাভের স্পৃহা থাকে, তবে কার্য্যের সময় সর্ব্বদর্শী প্রভুর প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিও।

বিজ্ঞাপন।

চশমা! চশমা!! চশমা!!!

মল্লিক কোম্পানির প্রসিদ্ধ পাথরের চশমা।

আমাদের পাথরের চশমা এবং আর আর রঙ্গিণ চশমা ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র লোক সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজের দোকান অপেক্ষা অর্দ্ধেক মূল্য অথচ জিনিসের প্রভেদ নাই। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ইষ্টিল ফ্রেমে বেজিলিয়ন পাথরের চশমা		৬৲
রূপার ফ্রেমে	ঐ	৮৲
সোনার ফ্রেমে	ঐ	২৫৲
ইষ্টিল ফ্রেমে কৃষ্টাল চশমা		৩৲
চারগেলাসের রঙ্গিণ	ঐ	৬৲

বিদেশস্থ ব্যক্তিগণ বয়স, শরীরের অবস্থা এবং চশমা ব্যবহৃত হইয়াছে কি না ইত্যাদি অবগত করিলে ভ্যালুপেয়েবল ডাকে পাঠান যায় এবং চশমা চক্ষে না লাগিলে বদলাইয়া দেওয়া যায়।

মল্লিক কোং ৩৭ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

হ্যারল্ড এণ্ড কোম্পানী।

হ্যারল্ড কোম্পানীর পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত

হার্‌মনিফুলুট্‌ বা বক্স্‌ হারমোনিয়াম্‌।

এই যন্ত্র হাঁটু কিম্বা টেবিলের উপর রাখিয়া বাজান যায়।

তিন	অষ্টক	এক	ষ্টপ	বাক্স	সহ	...	নগদ	মূল্য	৪৫৲
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	উৎকৃষ্টতর	ঐ	ঐ	৫৫৲
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	৮০৲
সাড়েঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	...	ঐ	ঐ	১০৫

নূতন ও ইম্‌প্রুভ্‌ড হ্যারল্‌ড ফুলুট্‌।

এই নূতন উন্নত হ্যারল্ডফুলুট যন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্বরের তিন সার রিড্‌ আছে। অধিকন্তু কণ্ঠস্বরের অনুরূপ ট্রেমেলো অর্থাৎ কাঁপানে স্বরের ষ্টপ আছে। কণ্ঠসঙ্গীতের সহিত, স্বতন্ত্ররূপে অথবা ঐকতান বাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযোগী।

আকার—দৈর্ঘ্য ২৩ ইঞ্চি; উচ্চ ১০ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৫ ইঞ্চি।

ষ্টপ্—ফুলুট; ভক্স এঞ্জেলিকা (অথবা এঞ্জেলিক স্বর); মিউজেট; ট্রেমেলো

তিন অষ্টক,	চারি ষ্টপবিশিষ্ট	হ্যারল্ড ফুলুট বাক্সসহ	নগদ	মূল্য		১৪০৲
সাড়ে তিন ঐ	ছয় ষ্টপবিশিষ্ট		ঐ	ঐ	ঐ	১৭০৲

(যে যন্ত্রে হ্যারল্ড এণ্ড কোম্পানীর নাম নাই তাহা কৃত্রিম নকল।)

উক্ত কোম্পানীর প্রকাশিত হ্যারল্ডফুলুট শিক্ষার সুন্দর বাঙ্গালা পুস্তক মূল্য ১৲

ঐ ঐ হারমণিফুলুট শিক্ষার ঐ ঐ ১৲

"কলিকাতা বাদ্যযন্ত্রালয়"

৩নং ডেল্‌হাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী।

লাইফ এসিয়োরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্‌।

ইনসিয়োরেন্সকারীদিগের জন্য প্রিমিয়মের শত করা আশি টাকা ট্রাষ্টির নিকট গভর্ণমেণ্ট পেপারে জমা থাকে।

লাইফ এসিয়োরেন্সের

নূতন প্রণালী।

পরিবর্ত্তনশীল পলিসী।

অল্প প্রিমিয়মে বহুবিধ সুবিধা।

বিশেষ বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পাওয়া যায়।

নং ১০৪ ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেন্সীপদপ্রার্থিগণ উক্ত স্থানে আবেদন করিবেন।

রায়, মিত্র এণ্ড কোং

আমরা রীতিমত চক্ষু পরীক্ষা করিয়া ঠিক চক্ষের উপযোগী চস্‌মা বিক্রয় করি, অথবা চক্ষুপরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থা লইয়া আসিলেও তদনুযায়ী চসমা দিই।

ষ্টীল চসমা	৬৲
রূপার চসমা	১০৲
সোণার চসমা	২৫৲ হইতে ৩৫
আইগ্লাস	১০৲

পত্র লিখিলে বিস্তারিত অবগত হইতে পারা যায়।

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান ইত্যাদি লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভি, পি, পোষ্টে পাঠান যায়।

প্রধান দোকান ১০১ নং নূতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(ব্রাঞ্চ) দোকান পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

NEW BOOKS.

Rajasthan—the History of Rajputana and other parts of Upper India by Lieut. Col. James Tod. This is the best national history of Upper India—"There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas"—IN THE PRESS. 2 Vols. Rs. 8. including postage.

Burke's Speeches—On Warren Hastings, Nabob of Arcots' debt &c., 'IN THE PRESS.' Rs. 4. To Subscribers paying in advance Rs. 3.

Speeches by Mr. Surendra Nath Banerjee—3 Vols. Rs. 3.

Rigveda,—Bengali Translation by R. C. Dutt, C.S., C.I.E. Nicely bound in cloth 2 vols. Rs. 7. Text in Bengali character, edited by the same. Nicely bound in cloth Rs. 3. Both if taken together will cost post free Rs. 10.

Civilization in Ancient India—A history of India in Ancient times by R. C. Dutt C.I.E., Rs 5.

Sketches of a tour round the world, or Reminiscences of English and American Life. By Rev. P. C. Mozoomdar. Rs. 1.

Oriental Christ, by the same Author. Rs. 3.

S. K. LAHIRI & CO.,
54, COLLEGE STREET, CALCUTTA.

ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

১৮৭৪ সালে আবিষ্কৃত। মতিলাল বসু এণ্ড কোং ইহার একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা। ইহার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধিতা, স্নিগ্ধকারিত্ব, লাবণ্যপ্রদায়ক, মস্তক ও ত্বক্‌রোগনিবারক অসাধারণ গুণপ্রভাবে জনসাধারণের নিকট বহু দিনাবধি বিশেষ সমাদৃত। ইহার যথেষ্ট বিক্রয় দেখিয়া, লোভপ্রযুক্ত কতকগুলি লোক ইহা জাল করিয়া বিক্রয় করায় রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে। আমরা সম্প্রতি বিলাত হইতে আমাদের নামাঙ্কিত সবুজ রঙ্গের শিশি এবং তিন রঙ্গা ক্যাপসুল আনাইয়া ব্যবহার করিতেছি। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন, নচেৎ জালকারীদিগের প্রতারণায় প্রতারিত হইতে হইবে।

আট আউন্স শিশির মূল্য ৸৹ আনা, ২৪ আউন্স বোতল ২৲ টাকা।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

জেনারাল অর্ডার সাপ্লায়ার্স এণ্ড কমিসন এজেণ্টস্
১২ নং গড়পার নারিকেল বাগান এবং
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

পাঠান্তে অপরকে দিবেন।

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো [illegible] র্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।"

(১৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা। চৈত্র, ১৩১৪; মার্চ্চ, ১৯০৮।)

কলিকাতা,
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীপাঁচুগোপাল আস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[বিনা মূল্যে বিতরিত। For free distribution.]

অর্দ্ধ আনা মাশুলে পাঁচ খানা যায়।

৮২ নং অপার সার্কিউলার রোড।

বিজয়াবটিকা।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, জ্বর-প্লীহা রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজরাজেশ্বরের রাজ অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের কুটীরে, বিজয়াবটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানবাসী, কি পাঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়াবটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ স্ত্রীর বিজয়াবটিকা পরম প্রিয় বস্তু। বহু ইংরেজ পুরুষ এবং ইংরেজ রমণী বিজয়াবটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

যিনি জ্বরপ্লীহা যকৃতাদি রোগে ভুগিতেছেন, হাত পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, ২৪ ঘণ্টাই যাঁহার নাড়ীতে জ্বর আছে,—ডাক্তার কবিরাজ যাঁহাকে জবাব দিয়াছেন—এমন রোগীও বিজয়াবটিকা দ্বারা সহজে আরাম হইতেছে—কম্পজ্বর, পালাজ্বর, আসামের কালাজ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর, মজ্জাগত জ্বর,—সর্ব্ব প্রকার জ্বররোগই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়াবটিকার	সংখ্যা	মূল্য	মাশুল	প্যাকিং
১ নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০
২ নং „	৩৬	১৵০	।০	৵০
৩ নং „	৫৪	১॥৵০	।০	৵০

কলিকাতা ৭৯ নং হ্যারিসন রোডে (পটোলডাঙ্গা)—ভারতে একমাত্র এজেন্ট—বি, বসু এণ্ড কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

হানিমান হোম।

২—১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এখানে বিক্রীত হয়, তাহাদের ন্যায় বিশুদ্ধ ঔষধ ভারতের অন্যত্র বিক্রীত হয় না। সমস্ত ডাইলিউশন ইংলণ্ড, জর্ম্মন ও আমেরিকা হইতে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া এখানে বিক্রয়ার্থ আইসে। ম্যানেজারের নিকট বিজ্ঞাপন ও ক্যাটালগ বিনা ডাকমাশুলে পাওয়া যায়।

নববিধান।

১৫শ ভাগ,] চৈত্র, ১৩১৪ ; মার্চ্চ, ১৯০৮ [৩য় সংখ্যা।

প্রাতঃস্মরণীয়—নামমালা।

রাগ ভৈরব—একতালা।

১। ঈশা মুষা মহম্মদ শাক্য গৌর সুদাম। (জয়)
জয় রামমোহন, ভারতরতন, দেবেন্দ্র কেশব ঈশ্বর। (বিদ্যাসাগর)

২। জনক নানক শুক যাজ্ঞবল্ক্য ধ্রুব শিব যোগিবর ;
প্রহ্লাদ নারদ রাম বাসুদেব কবীর তুলসী শঙ্কর।

৩। অদ্বৈত নিতাই জগাই মাধাই শ্রীনিবাস গদাধর,
দাস রঘুনাথ, সেন রামপ্রসাদ, পুণ্ডরীক দামোদর ;
রূপ সনাতন, ভট্ট সার্ব্বভৌম, হরিদাস বিশ্বেশ্বর,
অশোক দাউদ, রায় রামানন্দ, এব্রাহেম আকবর।

৪। যুধিষ্ঠির মনু, দ্বিজ রামতনু, যোহন পল লুথর,
কপিল গৌতম, ভীষ্ম নরোত্তম, পতঞ্জলি পরাশর ;
বাল্মিকী বশিষ্ঠ, ভক্ত রামকৃষ্ণ, বেদব্যাস স্বামী ভাস্কর,
টুকারাম জীব, মাধব উদ্ধব, অক্রূর বিদুর শ্রীধর।

৫। সেণ্ট অগষ্টিন্, লর্ড কেল্‌ভিন্, সক্রেটিশ সুধীবর,
প্লেটো এমার্শন, ঋষি মারটিনো, দয়ানন্দ, মোক্ষমূলর ;
উপালী আনন্দ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র, উমেশ বিজয় অঘোর,
ম্যাটসিনি ফক্স, বুথ্ জন্ নক্স, হাওয়াউ পার্কার টকর।

৬। সাবিত্রী সুনীতি, সীতা দময়ন্তী, মেরী শচী যশোধর,
মীরা গুণবতী, ভবানী অদিতি, নাইটিংগল অমর ;
কব্ গার্গী সতী, দেবী মূর্ত্তিমতী, সত্যবতী পুণ্যাকর ;
স্মরিয়া সকলে, উঠ হরি ব'লে, হবে নিরমল অন্তর।

নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার অবলম্বনে মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে। দৈহিক মানসিক বৈষয়িক নৈতিক কিম্বা পারমার্থিক যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষ পরম পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। তিনি তাঁহার সেবকবৃন্দের সামান্য একটু সেবাও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধন্য তাহারা যাহারা নিজ নিজ পারিবারিক দায়িত্ব সমাধানান্তে অবসর কালে পরসেবায় আত্মোৎসর্গ করে। লোকে যাহাতে আপনাকে এবং পরমাত্মাকে চিনিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। তদ্বিষয়ে যে সহায়তা করে সেই পরম বন্ধু। অবশিষ্টের সঙ্গে কেবল পথের পরিচয়।

কলিকাতা নগরে যেমন দুইটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় চলিতেছে, সেইরূপ পল্লীতে পল্লীতে, ভবানীপুর, হাওড়া, কাশীপুর, বরাহনগরে প্রতি রবিবার প্রাতে বালকদিগের নীতি শিক্ষার জন্য শিক্ষিত সাধু চরিত্র জনহিতৈষিগণ একটী বড় কমিটী সঙ্গঠন করুন। তাহার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানীয় নীতিশিক্ষকগণ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে সুনীতি সদাচার শিক্ষা দিবেন। কমিটী এজন্য শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিবেন এবং যাহাতে অল্প বয়স্ক বালকেরা প্রথম হইতে ধর্ম্মনীতির মূল সত্যগুলি শিক্ষা পায় তদুপযোগী কবিতা, গীত, গল্প রচনা সংগ্রহ করিবেন। এরূপ শিক্ষা বিস্তারের পথে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। বালকেরা বিদ্যালয়ে বা গৃহে এরূপ প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। এমন কোন্ পিতা মাতা আছেন যাঁহারা এ কার্য্যে সাহায্য সহানুভূতি প্রদান না করিবেন? ব্রাহ্মসমাজ কমিটী কিম্বা নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসম্মিলন সভার সভ্যদিগকে অপর শিক্ষিতদিগের সাহায্যে এই শুভ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ভাবীবংশের সন্তান সকল এইরূপে শিক্ষিত হইলে ভবিষ্যৎ ভারতে একটী অভিনব সভ্যজাতি প্রস্তুত হইতে পারিবে।

সমাজনীতি, দেশাচার, এবং ধর্ম্মসংস্কার নিতান্ত আবশ্যক ইহা মনে মনে অনেকেই বেশ বুঝিতে পারেন। তদ্ভিন্ন স্বজাতির উদ্ধার সাধন যে অসম্ভব তাঁহারা তাহা ভালই বুঝেন। অথচ এ পথে কেহ অগ্রসর হইলে লোকরঞ্জনের জন্য স্বার্থে অন্ধ হইয়া তাহাদিগকে তাঁহারা বাধা দেন, নিন্দা করেন। এখন আর হিন্দুসমাজের

মধ্যে সে কালের মত অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারসেবী প্রাচীন নেতা কেহ নাই। লোকের ভয় ঠিক ভূতের ভয়ের মধ্যে এক্ষণে পরিগণ্য। কে যে কাহাকে ভয় করিতেছে তাহা বুঝা ভার। সে কালের হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার যাহারা প্রকাশ্যে নির্ভয়ে বা অর্দ্ধ গোপনে পদদলিত করিতেছে তাহাদিগকে আবার ভয় কি? বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া অনিষ্টকর দেশাচার গুলি রক্ষা করা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যাহাকে ভয় করিতেছ তিনি নিজে কি ভাবে চলিতেছেন?

আগষ্ট কোম্‌তের স্ত্রী ক্লোটিল্ডের মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবস হইতে (গুডফ্রাই ডে) তাঁহার স্বামী প্রতিদিন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ত্রিকালীন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর প্রেম স্মরণার্থ এই প্রার্থনা প্রথা তিনি প্রবর্ত্তিত করেন। একটী বেদীর উপর স্ত্রীর কতিপয় স্মরণ চিহ্ন যথা—তাঁহার রচিত কৃত্রিম পুষ্পস্তবক, এক গোছা চুল এবং চিঠি পত্র উক্ত বেদীর উপর রাখিয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া কোমৎ প্রার্থনা করিতেন। খ্রীষ্টভক্তেরা যেমন ক্রুশকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, কোম্‌তের ভক্ত শিষ্যদিগের নিকট তেমনি ঐ সকল পদার্থ পূজার্হ। প্রতি বুধবারে পণ্ডিত তদীয় স্ত্রীর সমাধির নিকট ঐরূপ পূজা করিতেন। ইহা ব্যতীত প্রতি বর্ষে তথায় তিনি জীবনের বার্ষিক ঘটনাগুলি লিখিয়া পড়িতেন। ইহাই তাঁহার মতে সাধারণ উপাসনা। দেবতার প্রতি ভক্তি এইরূপে তিনি স্ত্রীতে চরিতার্থ করিতেন।

ত্রিশ বৎসর পরে এখন কোন এক জন বিসপ বলিতেছেন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ মৃত্যুকালে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোন বিশ্বস্ত সহচর বলেন, মিল্ নাস্তিক আস্তিক কিছুই ছিলেন না, তিনি সংশয়াত্মা। তিনি ভজনালয়ে চাঁদা দিতেন এই মাত্র। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ধর্ম্মানুসারে হইয়াছিল! শেষ বয়সে তাঁহার ধর্ম্মের দিকে একটু মতি ফিরিয়াছিল এইরূপ অনুমান। যখন তিনি নাস্তিকতা ছাড়িয়া ইউনিটেরিয়ান ভজনালয়ে যাইতে আরম্ভ করেন সেইকালে বিবি টেলারের সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। পরে উক্ত বিবি বিধবা হইলে তাঁহাকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের পর মিল্ সাত বৎসর কাল সুখে ছিলেন। তদনন্তর স্ত্রীবিয়োগ শোকে এত কাতর হইলেন যে তাঁহার সমাধি ক্ষেত্রের নিকটে

একাকী এক ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেন। ইহার পর যে কয় খানি পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা উভয়ের ভাব ও চিন্তাযোগের ফল। মিল্ স্ত্রীপ্রেমের অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন। মানব প্রকৃতি কৃত্রিম জ্ঞানসাধনে একেবারে বিনষ্ট বা বিকৃত হইতে পারে না।

সম্প্রতি নাভার রাজা টিকা সাহেব ইণ্ডিয়া কাউন্সেলে স্পষ্টাক্ষরে নির্ভরে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন রাজপুরুষগণ তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ঈশা ফিরুশিদিগকে বলিয়াছিলেন, যদি তোমরা বালকদিগের মুখবন্ধ কর, পথপার্শ্বস্থ প্রস্তর খণ্ড সকল চিৎকার করিয়া উঠিবে। স্বার্থের পলিসী বজায় রাখিতে গেলে সারল্য, বিশ্বস্ততা, সত্যপ্রিয়তা এবং মনুষ্যত্বকে হারাইতে হয়।

আদিসমাজে বেদীর উপদেশ।

গত ১২ চৈত্র বুধবারে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল নিম্নলিখিত ভাবে একটী ক্ষুদ্র উপদেশ দান করেন।—

সত্য যে ব্যক্তি কার্য্যে পরিণত করে সেই কেবল জানে সত্যের কি অলৌকিক শক্তি। মহাত্মা রামমোহন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া যে অমূল্য সার্ব্বভৌমিক সার সত্যের পুনরুদ্ধার করিলেন, মহর্ষি হৃদয়ে তাহাকে স্থান দিলেন, তাই তাঁহার সত্যজীবনে সে সত্যের ফল ফলিল, পরিবার এবং ভাবীবংশের মধ্যে তাহা বিস্তার হইল। এই মহা কীর্ত্তি ব্রাহ্মসমাজ সেই সত্যেরই জীবন্ত সাক্ষী। তিনি প্রাণগত যত্নে বহু বাধা বিঘ্নের ভিতর সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই সত্যও তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই সত্য অদ্ভুতকর্ম্মা স্বয়ং ব্রহ্ম। তিনি জীবনের একাংশে বদ্ধ থাকিবার নহেন। তাই তিনি আত্মা, পরিবার, সমাজ সমস্তই ক্রমে অধিকার করিয়া লইয়াছেন। মহর্ষি স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধের সময় এক মাত্র সত্য পরব্রহ্মকে কেমন দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত স্বীকার করেন তাহা আমরা সকলেই জানি। দেশাচার, কল্পনা, বা দারু প্রস্তরের উপদেবতার পূজায় এরূপ ব্রহ্মবল সাহস বীরত্ব কি কেহ পাইতে পারে? আমাদের উপাস্য পরব্রহ্ম যে এক জীবন্ত মহাশক্তি তাহা ঈদৃশ মহাত্মারাই

দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষি এমন কখন বলেন নাই যে ইহাও হয়, উহাও হয়; ব্রহ্ম এবং উপদেবতা বিকল্পে উভয়কেই পূজা করা যাইতে পারে। এক অখণ্ড নির্ব্বিকল্প সত্য উপাস্যকে তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

তৎপরের বুধবারে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ যে সত্যং জ্ঞানমনন্তং অপরিমিত দেবতা, যাহাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসক আচার্য্য উপাচার্য্য সকলের তাঁহাতে একনিষ্ঠা হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মনাম ধারণের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে ওজস্বিতার সহিত উপদেশ দিয়াছেন। অনন্ত অপরিমেয় ব্রহ্ম স্বরূপকে কোন পরিমিত উপদেবতার উপাসনা দ্বারা যেন অবমাননা না করা হয়, এই তাঁহার বক্তব্য ছিল। পরিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজনিহিত সত্যপ্রতিজ্ঞা পালন সম্বন্ধে সকলকে তিনি এইরূপে উৎসাহিত উত্তেজিত করিয়া দেন :—"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।"

দেবালয়।

কলিকাতার নিকটস্থ বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুকাল হইতে নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এখন তিনি সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ। তাঁহার বার্দ্ধক্য তাঁহার চিরদিনের প্রিয় জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে তাঁহাকে এখনও বিরত করিতে পারে নাই। সম্প্রতি তিনি বিগত ১লা জানুয়ারি হইতে একটি লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনার সমস্ত শক্তি, অর্থ ও চিন্তা নিয়োগ করিয়াছেন। কলিকাতার ২১০৷২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাসভবন "দেবালয়" নামে অভিহিত করিয়া তাহার আয় নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থার ভার কতিপয় ট্রষ্টীর হস্তে দিবার আয়োজন করিতেছেন। ওই সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১২০০০৲ টাকা। ইহার আয় এই দেবালয় এবং অন্যান্য প্রকার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। দেবালয়ে কি ভাবে কার্য্য চলিতেছে ও চলিবে, তাহার একটু আভাস দেওয়া এই অনুষ্ঠান পত্রের উদ্দেশ্য। এই বাটীর নিম্ন-

তলের ঘরগুলি "দেবগৃহ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে সপ্তাহে দুই দিন সঙ্কীর্ত্তন, দুই দিন ব্রহ্মোপাসনা, দুই দিন বালকবালিকাদিগের জন্য সমিতি ও দুই দিন মহিলাদিগের উন্নতির জন্য সভা হইতেছে। ইহা ব্যতীত প্রতিদিন প্রাতঃকালে কয়েক জন ব্যাকুল আত্মা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। এখানে একটি পুস্তকালয়ও খুলিবার ইচ্ছা আছে যেখানে ধর্ম্ম ও নীতি-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি থাকিবে এবং যেখানে পাঠকেরা বসিয়া পাঠ করিতে পারেন।

যাহাতে ধর্ম্মজীবন উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার যথাসম্ভব আয়োজন করিবার জন্য এই দেবালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা চেষ্টা করিবেন। ইহার একজন সভাপতি, দুই জন সহকারী সভাপতি, দুই জন সম্পাদক, দুই জন সহকারী সম্পাদক, এক জন ধনাধ্যক্ষ ও এক জন আয় ব্যয়ের হিসাব-পরিদর্শক এবং তদতিরিক্ত ১২ জন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য থাকিবেন। শশিপদ বাবু প্রথমেই ইহার আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এককালীন পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে সাধারণের জন্য বাৎসরিক অন্যূন ১৲ টাকা ও ছাত্রদিগের জন্য অন্যূন ॥০ চাঁদা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে কোন কোন ব্যক্তি এই টাকা না দিয়াও সভ্য হইতে পারিবেন। আনন্দের বিষয় এই যে এই অল্প কালের মধ্যে ৬০ জনের উপর ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। দেবালয়ে বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের আচার্য্য ও প্রচারকগণ এবং বক্তৃতাদি করিবার জন্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকার থাকিবে। যাহাতে অসাম্প্রদায়িক ভাবে সকলে এক হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে পারেন, তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা বিশেষ যত্ন করিতেছেন ও করিবেন। এখানে সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল দেশীয় সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী ও উক্তি সমুদয় পাঠ ও আলোচনা হইতেছে এবং হইবে। সংক্ষেপে যাহাতে ব্যাকুলাত্মা নরনারীগণ মিলিত হইয়া সেই পরম-দেবতার নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ, তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনা করিতে পারেন; যাহাতে জগতে বহুকাল হইতে প্রচারিত ও সঞ্চিত সত্যরত্ন সমূহ লাভ করিতে পারেন, তাহার যথাসম্ভব সহায়তা করাই এই দেবালয়ের উদ্দেশ্য। যাঁহারা দেবালয়ের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা দেবালয়ের সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

দেবালয়,
২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
১০ই চৈত্র, ১৩১৪।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ,
শ্রীভবসিন্ধু দত্ত,
সম্পাদকদ্বয়।

বিলাতের পত্র।

পরম পূজনীয়!

এ দেশে সময় বড় অল্প মনে হয়। সকালে উঠিতে না উঠিতে ৮টা বাজিয়া যায়। উঠিয়াই প্রাতঃকালীন ভোজন শেষ করিয়া ৯টার মধ্যে কলেজের জন্য বাহির হই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে বাটীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Kensington Palace) তাহার সম্মুখে দুইটী মস্ত বড় বাগান আছে—একটীর নাম Hyde Park, অপরটীর নাম Kensington Gardens। এই Kensington Gardens এর উত্তর ধারে আমাদের বাসা বাড়ী—জায়গার নাম Nothing Hill এবং ঐ বাগানের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে আমাদের কলেজ। কলেজে শীঘ্র পৌছিবার জন্য আমি প্রতিদিন বড় রাস্তা দিয়া না যাইয়া ঐ বাগানের মধ্য দিয়া যাইয়া থাকি। রোজ আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারণীর বাড়ী দেখিয়া মনে হয় যে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আজ আমাদের এত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত না।

আমাদের কলেজ ১০টায় বসে এবং ৫টার সময় ছুটী হয়—মধ্যে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত টিফিন খাইবার ছুটী থাকে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিতে আমার প্রায় ৬টা বাজিয়া যায়। আসিয়া কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর যাহা কিছু note লিখিবার থাকে বা পড়িবার থাকে রাত্রে তাহা

শেষ করিতে হয়—কেন না, রাত্রি ছাড়া এ দেশে আর পড়িবার সময় পাওয়া যায় না। এখানকার কলেজের ছাত্রগণ পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আমি একলা বাঙ্গালী, প্রথমতঃ আমার একটু বাধ বাধ ঠেকিত—কিন্তু আমার সহপাঠীরা যাচিয়া আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়া আমাকে সমস্ত দেখাইয়া দেয়। আমার যাহা কিছু দরকার, তাহাদের নিজেদের জিনিষ (Drawing Instruments ইত্যাদি) আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়া অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। এখানকার অধ্যাপকেরা অত্যন্ত শান্ত স্বভাব ও বিনয়ী—তাঁহারা এক এক জন জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত, কত ভাল ভাল পুস্তক লিখিয়াছেন। এতদিন কলিকাতায় পরীক্ষা পাস করিবার জন্য যাঁহাদের পুস্তক পাঠ করিতে হইত এখন তাঁহাদেরই কাছে পড়িতেছি; ইহা ভাবিলে মনে বড় আনন্দ হয়। ইঁহারা ছাত্রদিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন, কাছে আসিয়া পার্শ্বে বসিয়া যাহা কিছু শক্ত ঠেকে তখনি বুঝাইয়া দেন। ইঁহাদের ঘরে ছাত্রদিগের অবারিত দ্বার। ইহাঁরা সর্ব্বদা ছাত্রদিগকে সম্মান করিয়া কথা কন, কখনও কাহাকে শুধু নাম ধরিয়া ডাকেন না—ডাকিতে হইলে মিষ্টার অমুক বলিয়া ডাকেন। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে এই দেশের লোকেরা আমাদের দেশে যাইয়া তাহাদের স্বভাব রীতি নীতি একবারে বদলাইয়া ফেলে এবং সমস্ত সদ্গুণ পরিত্যাগ করিয়া অসদ্গুণ লাভ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

আমাদিগের কলেজে কতকগুলি ছাত্র আছে যাহাদিগের ধর্ম্মের দিকে বেশ মন আছে—তাহারা একটী সমিতি গঠন করিয়াছে। প্রতি মঙ্গলবারে ঐ সমিতির অধিবেশন হয়। ইহাতে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরাই বেশী। তাহারা ৫টার পর কলেজ হইতে সেই খানে যায়—যাইয়া চা পান করে এবং পরে সকলে মিলিয়া সঙ্গীত এবং প্রার্থনা করে—পরে কেহ একজন ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করে। গত সপ্তাহে হঠাৎ একজন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আমার সহিত আলাপ না থাকিলেও আমাকে আসিয়া বলিল, "Mr. Roy, would you like to come and join with us in the Prayer meeting? All of us shall be very glad to see you there." আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং প্রতি সপ্তাহে যাইয়া থাকি। এখানে গত কল্য আবার খুব বরফ পড়িয়াছিল এবং খুব শীত পড়িয়াছে। এ দেশে কিছুই

ঠিক নাই। কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা। একদিন উঠিয়া দেখি বাগানের মধ্যে যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহার জল জমিয়া পাথরের মত শক্ত। আবার হয়তো তার পরদিন সমস্ত গলিয়া যায়।

সারতত্ত্বকথা।

প্রবৃত্তি হইতে চিন্তার উৎপত্তি। কিন্তু চিন্তাকে সংযম ও শাসন করিয়া সাত্ত্বিকতার দিকে বার বার নিয়োগ করিতে করিতে প্রবৃত্তি বাসনা ক্রমে সৎরূপে পরিণত হয়।

পাপ পুণ্যের মূল এই চিন্তা। যে পদার্থ বা যে ব্যক্তিকে যে ভাবে চিন্তাতে স্থান দান করিবে সেই ভাবে তাহা হইতে পাপ কিম্বা পুণ্য প্রসূত হইবে। এই জন্য চিন্তাস্রোত উৎসারিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ঠিক পথে নিয়মিত করা আবশ্যক।

কর্ম্মফলে, অভ্যাসের গুণে চিন্তাগুলি ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া যায়। তখন উহা অবিচারে মন্দ পথে সহজেই দৌড়িতে থাকে। অনেক সময় অজ্ঞাতসারে উহা কার্য্য আরম্ভ করে। যিনি চতুর সতর্ক তিনি অবিলম্বে তাঁহার গতিকে সত্য পথে ফিরাইয়া দিতে পারেন। তদবস্থায় ইষ্টদেবতার নামগান বিশেষ শক্তিপ্রদ।

প্রত্যেক চিন্তা কোন একটী মানসিক কল্পনা বা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহা শূন্যে স্থিতি করিতে পারে না। কিন্তু তাহার অবলম্ব্য বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বগত ব্রহ্ম বিরাজিত। যখনই এই চিন্তার ধারণা হয় তখনই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়।

যে সকল লোক কর্ম্মবীর বলিয়া বিখ্যাত তাহারা যেন কর্ম্মের অবতার। কতই না পরিশ্রম তাহারা করে! কিন্তু ইচ্ছাবলে বলীয়ান পুরুষ চিন্তাকে বশীভূত করিয়া যে দুই একটী কার্য্য করেন কিম্বা অল্প দুই একটী কথা বলেন

তাহার গুরুত্ব এবং সারত্ব অধিক। আত্মসংযমী গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বীর শ্রেষ্ঠ মহাবলী, তিনি অটল অচলের ন্যায় স্থির।

প্রতি দিন যে যাহা সচরাচর চিন্তা করে, তাহাই তাহার জীবন। সামান্য পার্থিব স্বার্থে যাহাদের চিন্তা দিবা নিশি বদ্ধ থাকে তাহারা পরমতত্ত্ব পরমার্থ চিন্তনে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারে না। সুপণ্ডিত সাধুগণের নিকট ঈদৃশ ব্যক্তিদিগের ভাল ভাল সার সত্য কথা শ্রদ্ধার সহিত শুনা উচিত।

জাতীয় সঙ্গীত।

ভৈরবী—তেওরা।

স্বদেশপ্রেমানল, হইল সমুজ্জ্বল, জাগিল ভারত শুভ ক্ষণে।

"বন্দে মাতরং রবে" জয়গীত গায় সবে, গভীর নাদে আনন্দ মনে। হয়ে আত্মবিস্মৃত, ভীত জীবন্মৃত, ছিল যত নর নারীগণ; মহামন্ত্র বলে, এবে সকলে মিলে, প্রবেশিল নব জীবনে।

এ নহে ছেলে খেলা, নবযুগ লীলা, বিশ্বনিয়ন্তার শাসনে, তাঁহারি কৃপাবল, আমাদের সম্বল, কি ভয় তবে বল মরণে; কাঁদ রে কাতরে, আকুল অন্তরে, জাতীয় দুর্গতি দরশনে; দাও ভাই বলিদান, দেহ মন প্রাণ, জননী জন্মভূমির চরণে।

সংবাদ ও সমালোচনা।

এসিয়ার লোকদিগকে ক্যানেডা, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইয়োরোপীয়েরা তাড়াইয়া দিতেছে। তাহারা অল্প মজুরিতে সন্তুষ্ট, এই তাহাদের অপরাধ। পক্ষান্তরে ইউরোপ, আমেরিকা হইতে দলে দলে লোক সকল এ দেশকে ছাইয়া ফেলিতেছে। বিলাতী সভ্যতার এই স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা অতিশয় ঘৃণার বিষয়। খ্রীষ্টীয়ান জগতের উপাস্য দেবতা এসিয়ার লোক ছিলেন, ইহা স্মরণ করা উচিত।

কাশিমবাজারের মহারাজা কালা-বোবাদের স্কুলে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্থানীয় কৃষি শিল্পের উন্নতির জন্য বর্ষে বর্ষে তিনি নিজ ব্যয়ে একটী

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী।

কলিকাতা।—শোভাবাজার—২৯৫।১ নং অপার চিৎপুর রোড। বড়বাজার—২২ বনফিল্ডস লেন, খোঙ্গরাপটী। ভবানীপুর—৬৮ নং রসারোড; চড়কডাঙ্গার মোড়।

মফঃস্বল।—বাঁকীপুর—চৌহাট্টা, বাঁকীপুর। পাটনা—চক, পাটনা সিটি। মথুরা—হোলী দরওয়াজা, মথুরাধাম (যুক্তপ্রদেশ)।

সর্ব্বপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ওলাউঠা ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার বাক্স, পুস্তক প্রভৃতি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্য সর্ব্বদা যথামূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্ন ও সাবধানতার সহিত প্রেরিত হয়। আমাদের সকল ঔষধালয়ই সুদক্ষ চিকিৎসকগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। পত্রদ্বারা রোগীর অবস্থা জানাইলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাদি দেওয়া যায়।

ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক বিভাগ:—গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য সর্ব্বপ্রকার ঔষধ ও তৎসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রাখা হয়। পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ ডাকেও ঔষধাদি পাঠান হইয়া থাকে।

অ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক!

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধজ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত!

মূল্য—বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
„ ছোট বোতল ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

প্লীহা যক্বতের নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস টনিক বা য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক্ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, মাশুলাদি ।৵০।

এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজ কাল নানা প্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। এ কারণ আমরা এডওয়ার্ডস "গোল্ড" নামক এরোরুট আমদানী করিতেছি। ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

মূল্য—ছোট টীন ।০, বড় টীন ।৵০ আনা।

সোল্ এজেণ্টস্ ঃ—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

৭ও ১২ নং বন্‌ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

সুরবল্লী কষায়।

এই দেশীয় সালসা ব্যবহারে পারদবিকৃতি রোগ ও সকল প্রকার কণ্ডু, বাত, রক্তদুষ্টি, দদ্রু, চর্ম্মরোগ, দুষ্ট ক্ষতাদি নিশ্চয়ই নিরাকৃত হয়। ইহা সেবনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সতেজ ও বলিষ্ঠ এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। পারদ ব্যবহার জন্য অসুস্থ শরীর নীরোগ রাখিবার নিমিত্ত সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যবহারের পর শোণিতদুষ্টরোগী নূতন দেহ লাভ করেন।

সুরবল্লী—অমৃততুল্য। ইহাতে পারদাদি কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

ডাকমাশুলাদি ॥/০ নয় আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৷০ তিন টাকা বার আনা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল

(পুষ্প গন্ধ কেশ-তৈল।)

গন্ধে অতুলনীয়—ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল।

বর্ণে তরল হীরকের ন্যায়—ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল।

উপকারে শীর্ষস্থানীয়—ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল।

ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল মাখিলে কেশ ঘন

ও চিকণ হয়, গন্ধে মন মুগ্ধ হয়,

আর কোনও কেশতৈল

স্পর্শ করিতে ইচ্ছা

হয় না।

অন্যান্য সাধারণ কেশ তৈলের ন্যায় দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য ইহাতে কোনও রঙ্গিল পদার্থ নাই।

মুল্য প্রতি শিশি ১৲

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্

৯১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ন্যাশ্যানাল সোপ্ ফ্যাক্টরি

পারিজাত, কোহিনুর, মুকুল, বিজয়, চন্দন, গোলাপ প্রভৃতি স্বদেশ-জাত উৎকৃষ্ট সাবান অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যায়। ব্যবহার করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ম্যানেজিং এজেণ্ট, কার এণ্ড মহালানবিশ।

১২ চৌরঙ্গী।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স।

ফেব্রিণা ফেব্রিণা ফেব্রিণা ফেব্রিণা ফেব্রিণা	সর্ব্ববিধ জ্বরের ও ম্যালেরিয়ার একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ ও প্লেগ নিষেধক।	ফেব্রিণা ফেব্রিণা ফেব্রিণা ফেব্রিণা ফেব্রিণা
বড় বোতল ১।০ স টাকা।	আর সি গুপ্ত এণ্ড সন্স।	ছোট চৌদ্দ আনা
সাপাল সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা	সর্ব্বপ্রকার রক্ত বিকৃতির ব্যাধির সর্ব্বাবস্থায় প্রতিকারক মহৌষধ।	সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা সাপালা
প্রতি শিশি ২॥০ টাকা।	৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২৭।২৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	ডাকমাশুল স্বতন্ত্র
বেড্পিল বেড্পিল বেড্পিল বেড্পিল বেড্পিল	সর্ব্ববিধ কারণসঞ্জাত কোষ্ঠবদ্ধতার মহৌষধ। মূল্য আট আনা।	বেড্পিল বেড্পিল বেড্পিল বেড্পিল বেড্পিল

এস পি সেনের পুষ্পসার বকুল।

আমাদের বকুল সৌরভ টাট্কা বকুল ফুলের মতই অটুট সুন্দর। এ বকুলে সিক্ত রুমাল খানি বুকে থাকিলে মনে হয়—বুক ফুড়িয়া বুঝি বকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই বকুলে সত্যসত্যই প্রাণ আকুল করে।

রেণুকা।

প্রসিদ্ধ কাশ্মীরবোকের সৌরভ সার।

আমাদের এই রেণুকা প্রস্তুত হইয়াছে। বিলাতী কাশ্মীরবোকের সহিত তুলনা করিলে, রেণুকাই যে উচ্চ আসন অধিকার করিবে ইহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলা যায়।

দিল্ অব্ রোজ। 'দিল্ অব্ রোজ' একটী ফুলের ফুলসার নহে, কতক গুলি মনোরম কুসুমের পুষ্পসার একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই দিল্ অব্ রোজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সৌরভ কেমন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে! যাঁহারা এই জাতীয় অপর কোন এসেন্স ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবার আমাদের 'দিল্ অব্ রোজ' ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

প্রত্যেক এসেন্স্ বড় ১ শিশি ১৲ টাকা। পূজার উপহার জন্য একত্র ৩ শিশির বাক্স ২॥০ ২৲ ১।০ টাকা। মাশুলাদি—১ শিশি ।৵০ আনা। ৩ শিশি ॥৵০ আনা।

আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার ১ শিশি ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা। অডিকোলন ১ শিশি ॥০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০।

আমাদের অটোডিরোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্খস্ সত্য সত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক শিশি ১৲ টাকা, ডজন ১০৲ টাকা।

এস, পি, সেন, এণ্ড কোং
১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

সোণার বাঙ্গলায় সোণার সুরমা।

সোণার বাঙ্গালার সব সুন্দর। সোণার বাঙ্গলার শস্যভরা শ্যামলপ্রান্তর প্রাণ বিমোহন। সোণার বাঙ্গালার মাটী সোণা ভরা। সোণার বাঙ্গলার গাছ সুমিষ্ট—সুরসাল ফলে ভরা; সোণার বাঙ্গলার নদী তরঙ্গ রঙ্গভরে রঙ্গিনী। যে দেশে সবই সোণার, সেখানে বাঙ্গালীর সখের সুরমা যে সোণার হইবে না কেন তা জানি না। সত্যই "সুরমার" স্বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় রূপ, গরবিত ঢল ঢল সৌন্দর্য্য দেখিলে, প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। একটু সুরমা ঢালিয়া মাথায় ঘষিলে—তাহার সুগন্ধে চারি দিক মাতিয়া উঠে। বোধ হয়, যেন কোন অপ্সর লোকের প্রস্ফুটিত কুসুমোদ্যানে মায়াবলে, আসিয়া, আত্মহারা হইয়াছি। সুরমা রমণী অঙ্গ জ্যোতিবর্দ্ধক—যুবকের সোহাগ সামগ্রী—বালক বালিকারা প্রীতিময় বিলাস ভোগ। "সুরমায়" চুল কাল করে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মরামাস খুস্কি হইতে দেয় না। মস্তিষ্কের চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করে—আর গৃহে দাম্পত্যসোহাগ অটুট থাকে। তাই সোণার বাঙ্গলায় সোণার সুরমার ঘরে ঘরে আদর।

পদ্মগন্ধ বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা ও বকুল গন্ধ এক শিশি ৸০ বার আনা। মাশুলাদি ।৵০ আনা। একত্র তিন শিশি লইলে দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৵০ আনা। যাঁহার যে রকম প্রয়োজন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইবেন।

টাকা কড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা—

এস, পি, সেন এণ্ড কোং
১৭নং লোয়ার চিৎপুররোড, কলিকাতা।

কেশের জন্যই কেশরঞ্জন।

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে এ সব কুলক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তকঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমত সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৲ একটাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল পাঁচ আনা। ৩ তিন শিশি ... ২॥০ টাকা মাত্র; মাশুলাদি ... ... ॥৴০আনা।

মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ পাণ্ডে, বি, এ, বলেন মানসিক পরিশ্রম যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে "কেশরঞ্জন" অতীব উপাদেয় কেশতৈল।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ মাননীয় পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, ইহার গন্ধ অতিশয় তৃপ্তিকর।

বহুমূত্রান্তক রসায়ন।

আমাদের বহুমূত্রান্তক রসায়ন ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই বহুমূত্র, বিবিধ মেহজন্য মূত্রদোষ ও তজ্জন্য হস্তপদাদির দাহ, মাথাঘোরা, তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবের বিনাশ হয়; দিন দিন শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হয়, শরীরে নব জীবন আনিয়া দেয়, এবং পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিলে, সাঙ্ঘাতিক স্ফোটকাদি হয় না। ১৫ দিনের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

অশ্বগন্ধার—অশেষগুণ।

অশ্বগন্ধার গুণ।—শাস্ত্রে অশ্বগন্ধার যেরূপ গুণ বর্ণিত আছে, তাহাতে এই সকল রোগে তদ্‌ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে যে অধিক ফল পাওয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। নানাদিক্ দেখিয়া, আমরা নূতন রাসায়নিক উপায়ে শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে দেশীয় অশ্বগন্ধা হইতে প্রস্তুত কল্যাণকর অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। যাঁহাদের শরীর ধাতুগত পীড়ায় ক্ষীণ; যাঁহারা শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিক্ষীণতা, শ্রবণশক্তির হ্রস্বতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি পীড়ায় ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমাদের প্রস্তুত "অশ্বগন্ধারিষ্ট" হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন।

সময় ও উপায় থাকিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন শরীরকে রোগের কেন্দ্রভূমি করিয়া রাখেন; আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট আপনাকে আশাতীত ফল প্রদান করিবে।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	...	।৴০ সাত আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

DOMESTIC

KNITTING MACHINES

FOR

SOCKS AND STOKINGS,

UNSURPASSED FOR

EXCELLENCE OF WORK,

PARIDITY OF SPEED,

SIMPLICITY OF MECHANISM

AND

EASY WORKING.

A CHILD CAN WORK IT.

A great boon to Ladies who desire to earn a livelihood at home.

For particulars apply to

KHETTER MOHUN DEY & CO.,

45, RADHA BAZAR STREET, CALCUTTA.

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান, তাহা লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যায়। পত্র লিখিলে সচিত্র মূল্যতালিকা পাঠান হয়।

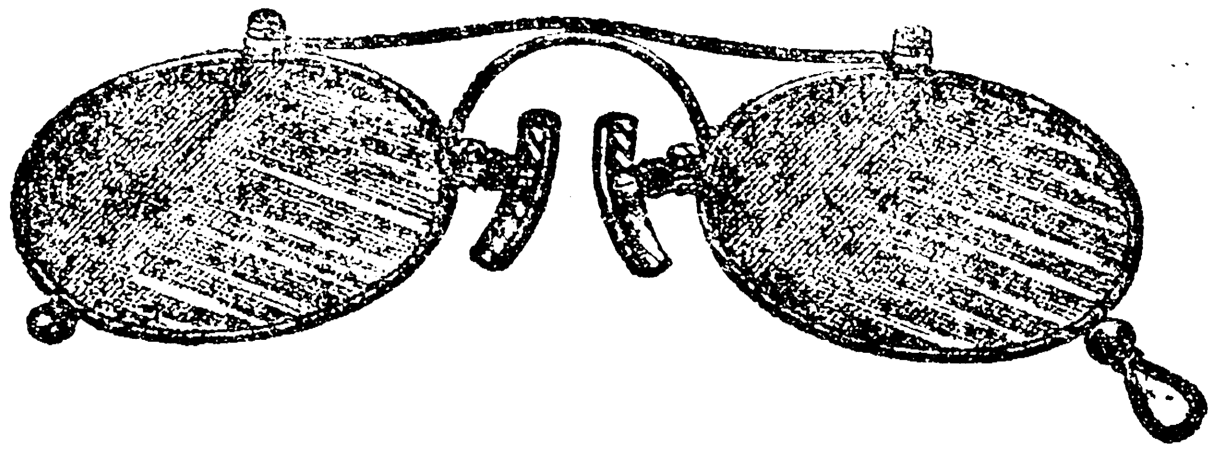

রায় মিত্র এণ্ড কোং।

৯৮ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ পটুয়াটুলি, ঢাকা।

কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস।

হেড্ আপিস ও কারখানা ৪৫নং ট্যাংরা রোড।

পোর্সিলেন, আর্থেন ওয়ার্কস প্রভৃতি চিনামাটীর সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং মূর্ত্তি এখানে প্রস্তুত হয়। বিশেষ বিবরণ ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য।

ঘোষ এণ্ড সন্স্।

উৎকৃষ্ট ফ্রিহুইল, বাইসাইকেল, দাম ১০০৲ হইতে ২২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাইসাইকেলের সকল সরঞ্জাম সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

স্বদেশী ফুটবল—৫নং ৪৷৷০ হইতে ৬৷৷০—৪নং ৩৸০, ৪৷০, ৪৷৷০—৩নং ২৸৶০, ৩৷০, ৩৷৷০—২নং ২৷৷০, ২৸০—১নং ১৸০। ব্লডার ৫নং ২৲, ২৷৶০—৪নং ১৸০—৩নং ১৷৶০—২নং ১৶০—১নং ১৷৶০।

স্বদেশী টেনিস, ব্যাডমিণ্টান ও স্যাণ্ডোর ডেভেলপার ও স্প্রিং ডাম্বেল্ সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। গ্রামোফন ও নূতন রেকর্ড এবং নিকল রেকর্ড সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

সৌরভের গৌরবে

বেঙ্গল সাবান

ভারতে অতুলনীয়।

গঠনের পারিপাট্যে

বেঙ্গল সাবান

জগতে অননুকরণীয়।

আফিস ও ফ্যাক্টারী

৬৪।১ নং মেছুয়া বাজার রোড,

কলিকাতা।

MARTIN & CO.,

ENGINEERS AND CONTRACTORS, ARCHITECTS AND BUILDERS.

6-7, CLIVE STREET, CALCUTTA.

Steam Engines and Boilers for the Oil Mills, Flour Mills, Hauling Engines and Vertical Boilers for the Coal Mines

MADE BY

RUSTON PROCTOR & CO.

Steam and Hand Pumps, Pipes, Joists, Corrugated Iron and all kinds of Building Materials, Port Land Cement, Paints.

Rails, Coal Tubs and Waggons for all purposes, Railway Material of every description.

Catalogues, prices and full Particulars given on Application.